প্র: ম.

আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

27

আণবিক শক্তি কমিশন স্থানান্তর করে ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হবে

শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে হবে —প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, শিক্ষার ওপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে হবে। এ ব্যাপারে সকল মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষাই হচ্ছে একটি জাতীয় ইস্যু। এই জাতীয় ইস্যুতে তাই জাতীয় ঐকমত্য অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "পদক বিতরণ অনুষ্ঠান '৯২"-এ প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। সকাল ১১টায় ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ।

নজিরবিহীন কড়া নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে প্রধানমন্ত্রী সকাল ১১টায় মঞ্চে এসে উপস্থিত হন। সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। আমন্ত্রণপত্র ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। বিপুলসংখ্যক পুলিশ, মহিলা পুলিশ, বিডিআর, দাঙ্গা পুলিশ ও সাদা পোশাকধারী পুলিশ ক্যাম্পাসে মোতায়েন ছিলো।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আর সেশনজটের ফলে অপচয় ও পাচার হচ্ছে মেধা। সৃষ্টি হচ্ছে অসহনীয় বেকারত্ব। এ লক্ষ্যেই স্বৈরশাসন সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ও সেশনজট লালন করেছে। খালেদা জিয়া বলেন, দেশের আগামী দিনের নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আসে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ই হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শ। গণতন্ত্রের বড় কথা সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। মত ও আদর্শের প্রশ্নে ভিন্নতা থাকবেই। বিতর্ক থাকবে। কিন্তু বৈরিতা থাকবে না সংঘাত থাকবে না। সন্ত্রাস থাকবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের পাদপীঠ। এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা, জাতিকে নতুন চিন্তা ও চেতনায় উজ্জীবিত করা এবং দেশজ সংস্কৃতির ধারণ ও লালন। বেগম জিয়া বলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা অর্জন করেছি রাজনৈতিক গণতন্ত্র। এখন আমাদের সংগ্রাম অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের। জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণই অর্থনৈতিক গণতন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বাধীনতায় আমরা কখনও হস্তক্ষেপ করিনি। করতে চাই না। তিনি বলেন, আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাধীনভাবে, নিরপেক্ষভাবে সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করুক। প্রধানমন্ত্রী বিরল কৃতিত্বের জন্যে যে সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক পদক পেয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানান এবং তারা দেশ ও জাতির গৌরব বলে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্যে একটি হল এবং আণবিক শক্তি কমিশন কার্যালয় সাভারে স্থানান্তর করে তার ভবনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন।

উপাচার্য তার স্বাগত ভাষণে বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্নে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিলো যা আজ সংকুচিত হয়ে এসেছে মাত্র ২৫০ একরের মধ্যে। অথচ সত্তর বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা বেড়েছে অন্তত পঞ্চাশ গুণ গবেষণা সমস্যার কথা বলতে গিয়ে উপাচার্য বলেন, প্রয়োজনীয় গবেষণা অবকাঠামো গড়ে তুলতে না পারায় ক্ষতি হচ্ছে দেশের। কেননা জনশক্তির আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। উপাচার্য বলেন, আমাদের আবাসিক হলগুলোতে খাবারের মান যা, সে মানের খাবার কেউ নিজের সন্তান-সন্ততিদের দিতে চাইবেন না। উপাচার্য গ্রন্থাগার, গবেষণা প্রকাশনা, শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসিক ও পরিবহন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী টিএসসিতে এসে পৌঁছুলে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও সকল অনুষদের ডীনরা শোভাযাত্রা সহকারে প্রধান অতিথিকে মঞ্চে নিয়ে যান। ১২টা ১০ মিনিটে তিনি ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রীদের মধ্যে মীর্জা গোলাম হাফিজ, মজিদুল হক, ডঃ মোশারফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, কূটনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।